ভোরের কাগজ

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

প্রতিষ্ঠানগুলো যা বলছে

অ্যাপটেক

বাংলাদেশে অ্যাপেটেক কম্পিউটার এডুকেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান বিন ফারুক বলেন, দু বছর আগে আমরা যখন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করি তখন কম্পিউটার শেখার জন্য মানুষের মধ্যে এতো আগ্রহ ছিল না। আমরা অন্তত কিছুটা সচেতনতা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছি।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর প্রশিক্ষণের মান মনিটরিঙের প্রশ্ন কেন উঠছে সে ব্যাপারে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। জনাব ফারুক বলেন, সরকারের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে তো মনিটরিঙের কোনো ব্যবস্থা নেই। সরকারের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মনিটরিং না করে বেসরকারি উদ্যোগের ভোকেশনাল শিক্ষা মনিটরিঙের কথা কেন উঠছে?

তিনি বলেন, বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া ফি সবচেয়ে কম। সিঙ্গাপুরে এর চেয়ে ৬ গুণ বেশি ফি নেওয়া হয়। বাংলাদেশের সরকারি খাতে শিক্ষার পেছনে ভর্তুকি দেওয়া হয় বলেই বেসরকারি খাতের শিক্ষার ফির পরিমাণ বেশি মনে হয়। তিনি বলেন, তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় অ্যাপটেক ঘণ্টা প্রতি সবচেয়ে কম হারে ফি নিচ্ছে।

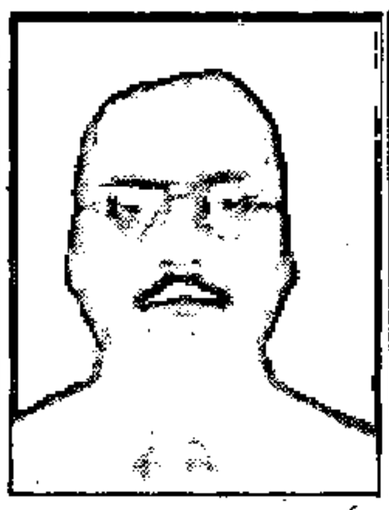

শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তথ্য প্রযুক্তির শিক্ষার্থীদের বিশ্ববাজারে কর্ম সংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত। তিনি বলেন, দেশেও কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ লক্ষ্যে সরকারের সকল খাত অটোমেটেড হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হলে চাকরির অভাব হবে না।

রিজওয়ান বিন ফারুক

তাপস রায়

মোঃ সবুর খান

এনআইআইটি

এনআইআইটির জোনাল ম্যানেজার তাপস রায় বলেন, এ দেশের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর বয়স খুব কম। চূড়ান্ত পর্বের ছাত্রছাত্রীরা এখনো পাস করে বের হয়নি। তবে সবকটি প্রতিষ্ঠান মিলে প্রচুর ছেলেমেয়ে এখন কম্পিউটার শিখছে। এরপর তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো যে এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগত মান পরীক্ষার জন্য নিরপেক্ষ একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই কমিটির সঙ্গে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো সম্পর্ক থাকা চলবে না। তিনি বলেন, কোনো প্রতিষ্ঠানের মান নির্ধারণের শিক্ষা লাভের জন্য অর্থ ব্যয়ে মানুষ ইতস্তত করে না।

ডিআইআইটি

ড্যাফোডিল ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজির (ডিআইআইটি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সবুর খান বলেন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে এখন বাইরের বিশেষভাবে ভারত ও ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অ্যাফিলিয়েশন নেওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিদেশী স্টান্ডার্ড অনুসরণে স্টাডি ম্যাটেরিয়াল তৈরি করা হয়। এতে এক দিক দিয়ে লাভ হয় বটে। তবে আমাদের আর্থ-সামাজিক ও পরিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বকীয়তা বজায় রেখে স্ট্যান্ডারাইজেশনেরও প্রয়োজন আছে।

তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে কাজের তেমন সুযোগ না থাকায় সার্টিফিকেটধারীদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। এর ফলে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর ভূমিকা ভবিষ্যতে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। এসব সত্ত্বেও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো এদেশে যে অবদান রাখছে তা প্রসংশনীয়। তবে মো. সবুর খান কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগত মান বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ফির পরিমাণ যে মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে তা স্বীকার করে তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আমরা যে অর্থ পাচ্ছি তার সিংহভাগই ব্যয় হচ্ছে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের এফিলিয়েশন ফি পরিশোধ করতে গিয়ে। এতে বিপুল পরিমান অর্থ দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। তিনি বলেন, অবশ্য এক সময় ভারতেও এ ধরনের বিদেশী প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু তারা ২-৩ বছরের মধ্যে বিদেশের প্রযুক্তি রপ্ত করে বিদেশীদের তাড়িয়ে নিজেরাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করে।

বিআইটিআই

ব্রাক ইনফরমেশন টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের (বিআইটিআই) পরিচালক এম শাহুল আফজাল বলেন, দক্ষ প্রযুক্তিবিদ তৈরিতে দেশের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো খুবই ভালো ভূমিকা রাখছে। সবাই মিলে দেশে কম্পিউটার শিক্ষার একটা আন্দোলন, একটা জাগরণ সৃষ্টি করেছে।

কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগত মান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শুধু মুনাফা অর্জনের জন্য যারা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এক পর্যায়ে তারা সরে যেতে বাধ্য হবেই। তিনি বলেন, বিআইটিআই ব্রাকের মতোই একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যার লক্ষ্য মানব সম্পদ উন্নয়ন। গুণগত মানের

হাবিবুল্লাহ এন করিম

মোঃ হাবিবুল্লাহ,

এএসএম কামাল উদ্দিন

কিছু পরিমাপক আছে। যেমন : প্রতিষ্ঠানটিতে বাছাই করে ছাত্র ভর্তি করা হয় কিনা, প্রতিষ্ঠানগুলোর ট্র্যাক রেকর্ড ক্ষেত্রে বিআইটিআই কোনো আপোষ করেনা বলে তিনি জানান। ভর্তি পরীক্ষায় যারা নির্ধারিত মান অর্জন করতে পারে না

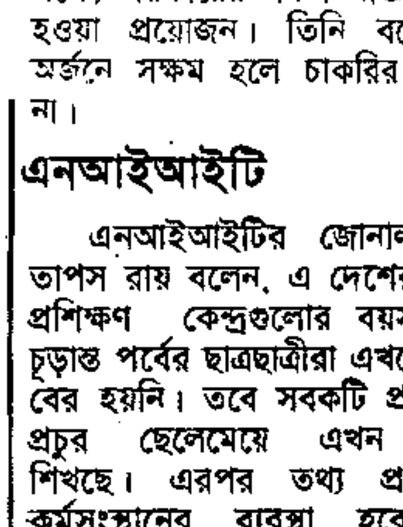

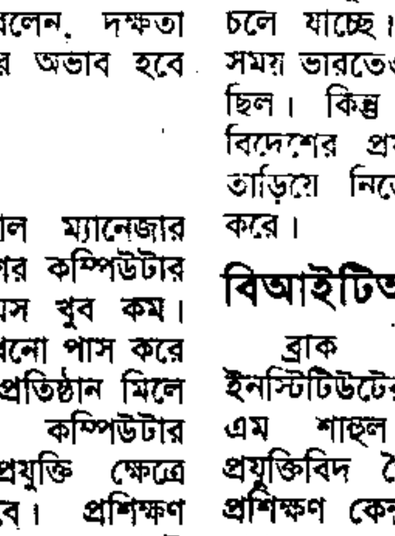

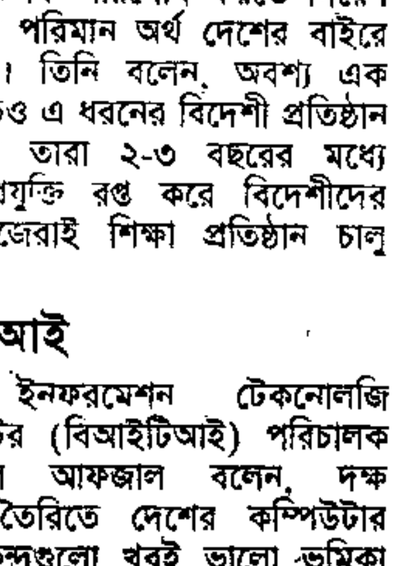

SEP. 1 1 1999

প্রতিষ্ঠানগুলো যা বলছে

● ১৫ পাতার পর

সফটকম

সফটকম বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুল্লাহ বলেন, ছাত্রছাত্রীদের উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দিতে হলে ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন। এনআইআইটিতে প্রথমে ভারতীয় শিক্ষকরা পড়াতো। কিন্তু পরে স্থানীয় স্নাতকদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ভালো প্রশিক্ষণ দানের জন্য এ কারণে ভারত বা অন্য দেশ থেকে ভালো শিক্ষক আনতে হবে প্রাথমিক পর্যায়ে। আমাদের লোকেরা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর আর বিদেশী শিক্ষক না রাখলেও চলবে। কম্পিউটার শিক্ষার ভালো প্রতিষ্ঠানগুলো যে ফি নিচ্ছে তা খুব বেশি নয় বলে মন্তব্য করেছেন মো. হাবিবুল্লাহ।

দক্ষ প্রযুক্তিবিদ তৈরিতে যথাযথ প্রশিক্ষন দানের জন্য বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন। জনাব হাবিবুল্লাহ বলেন, সরকার স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বেসরকারি কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে ঐ শিক্ষকরাই পরে কম্পিউটার শিক্ষিত একটি প্রজন্ম গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

তিনি বলেন, কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর খবরদারির কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগত মান মনিটরিঙের জন্য সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন তিনি। ভি-স্যাটকে তিনি টি এন্ড টির নিয়ন্ত্রনমুক্ত করার দাবি জানান।

ইনফিনিটি

ইনফিনিটি টেকনোলজি ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান এ এস এম কামাল উদ্দিন শর্ট, সার্টিফিকেট বা প্যাকেজ কোর্স করাচ্ছে যারা তারা তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারছে বলে ধারণা। তবে প্রোগ্রামিং যারা শেখাচ্ছে, তাদের অনেকেরই এই বিষয়টি শেখাবার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। অল্প কিছু প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠভাবে প্রোগ্রামার তৈরিতে সক্ষম হচ্ছে।

কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মান পর্যবেক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করা প্রয়োজন, যাতে যে কেউ ইচ্ছে করলেই কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলতে না পারে। কম্পিউটার শিক্ষার ব্যাপারে একটি পৃথক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সম্ভব না হলে শিল্প অথবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এই বোর্ড গঠন করা যেতে পারে। তখন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল দেখেই বোঝা যাবে কারা কতোটা মান সম্পন্ন। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া ফি যুক্তিসঙ্গত বলে উল্লেখ করে এ এস এম কামাল উদ্দিন বলেন। এ ব্যাপারে শুধু শিক্ষকদের বেতনটাই হিসাব করলে হবে না। অন্যান্য সম্পদ যেমন কম্পিউটারসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় হিসাব করলে দেখা যাবে আমরা খুব কমই ফি নিচ্ছি।

তিনি বলেন, দক্ষ তথ্য প্রযুক্তিবিদ মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারছে। এর অন্যতম কারণ হলো, কম্পিউটার বিজ্ঞানের স্নাতক উত্তীর্ণ শিক্ষক খুব কম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আছে। দক্ষ তথ্য প্রযুক্তিবিদদের দেশে বিদেশে কোথাও চাকরির অভাব নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দক্ষ তথ্য প্রযুক্তিবিদ তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসছে কিনা। অনেক ছাত্রছাত্রী প্রোগ্রামিং শিখে চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে গেছে। দেশেও এখন অনেক প্রতিষ্ঠান সফটওয়্যার তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। সেসব জায়গায় কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটছে দক্ষ তথ্য প্রযুক্তিবিদদের।